দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 28 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

রামগড়ে প্রাথমিক শিক্ষার নাজুক অবস্থা

রামগড় সংবাদদাতা ।। পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার অন্যতম থানা রামগড়ের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষক, পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের অভাব রহিয়াছে। এসব বিদ্যালয়ে পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী প্রাথমিক শিক্ষালাভে নিদারুণ দুর্ভোগ পোহাইতেছে এবং পাঠদান ও শিক্ষা লাভে চরম বিঘ্ন ঘটিতেছে।

রামগড় থানার ৫টি বিদ্যালয় অঞ্চলের উপজাতিয়গণ পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিস্থিতির শিকার হইয়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় একযুগ প্রবাসী জীবন যাপন এবং অঞ্চলগুলি জনশূন্য হওয়াতে বিদ্যালয়গুলি অচল হইয়া যায়।

বর্তমান সরকারের আহ্বানে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয় কাঁচা ভবনগুলি ইতিপূর্বেই ধ্বসিয়া গিয়াছে। রামগড় ইউনিয়নের ছোটখেদা দাতারাম পাড়া, পাতাছড়া ইউনিয়নের পাগলাপাড়া ও বেলছড়ি এবং হাপ-

(১১ পৃঃ দ্রঃ)

রামগড়ে প্রাথমিক শিক্ষক

(৩য় পৃঃ পর)

ছড়ি ইউনিয়নের কুকিছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ভবন নাই।

বর্তমানে ছোট ছোট ছনের ছাউনি নাম সর্বস্ব বিদ্যালয় ঘরে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদ্যা অর্জন করিতেছে। গৃহহীন এই ৫টি বিদ্যালয়কে পাকা ভবনে পরিণত করার জন্য এলাকাবাসী দাবী জানাইয়াছেন।

রামগড় সদর থানায় বর্তমানে ৪১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। শিক্ষকের পদ সংখ্যা ১৫৪টি। ইহার মধ্যে ১৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। ইহাছাড়া বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১টি, আন রেজিষ্টার ১টি, সেটেলাইট ৩টি এবং কমিনিটি স্কুল ৪টি চালু আছে বলিয়া রামগড় থানা শিক্ষা অফিসার খুরশেদ আলম জানান।

রামগড় থানায় সরকারী ও বেসরকারী এবং সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সেনিটারী টয়লেট নাই। পানীয় জলের নলকূপ কিম্বা পাকা কূপ নাই। যে সমস্ত টয়লেট ও নলকূপ স্থাপন করা হইয়াছিল সেগুলিও ব্যবহারের অনুপোযোগী। বিদ্যালয়গুলিতে পানির কোন ব্যবস্থা নাই। নলকূপ অচল হইয়া গেলে মেরামতের দায়িত্ব নিয়া সংকটে রহিয়াছে। ফ্যাসিলিটি ডিপার্টমেন্ট, এল,জি,ইডি কিংবা স্থানীয় সরকা। পরিষদ কর্তৃপক্ষের তহবিলের যে সমস্ত বিদ্যালয়ে নলকূপ কিম্বা পাকা কূপ স্থাপন করা হইয়াছে তাহা অচল হইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ তাহা সচল করার দায়িত্ব গ্রহণ করে না। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ নলকূপ এবং পাকা কূপ অচল অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবহৃত টয়লেটগুলি মলমূত্রে ভর্তি হইয়া ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। শুষ্ক মৌসুমে প্রচণ্ড গরমে ছাত্র-ছাত্রীগণ পিপাসায় কাতর হইয়া যায়। পার্শ্ববর্তী বাড়ীঘরে কিম্বা ছড়ানালার পানি পান করিতে হয় বলিয়া পার্বত্য দুর্গম অঞ্চলের ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীগণ জানায়।

রামগড় থানার সরকারী কিম্বা সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার আসবাবপত্রের সংকট রহিয়াছে। এমনকি অনেক ব্লাকবোর্ড ব্যবহার অনুপোযোগী হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ জানান।

বাধ্যতামূলক গণ-শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় রামগড় থানায় রামগড় ইউনিয়ন ও পাতাছড়া ইউনিয়নে সর্বমোট ৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার ৮শত ৪৮জন ছাত্র-ছাত্রী খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় সুবিধা ভোগ করিতেছে বলিয়া থানা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়াছে। এই থানার আওতায় হাপছড়ি ইউনিয়নের অধ্যয়নরত ভাগ্যহীন ছাত্র-ছাত্রীগণ সরকারের এই সুযোগ হইতে [illegible] বলিয়া হাপছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান চাইথোয়াই চৌধুরী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অতীতের সরকার এই ইউনিয়নের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্যে অনুরূপ সুবিধা প্রদান করে নাই বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।